সংবাদ

তারিখ 19 APR 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৬ বৈশাখ ১৪১৯
Dhaka : Thursday 19 April 2012

সম্পাদকীয়

ভর্তির অতিরিক্ত ফি
শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশও কোন কাজে আসেনি

রাজধানীর বেশ কয়েকটি নামকরা বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের অভিযোগ ছিল। অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রীর নির্দেশের পর আড়াই মাস পার হওয়ার পরও অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়া বা নিয়মের বাইরে কোচিং বন্ধও বাস্তবায়িত হয়নি। খবর সহযোগী দৈনিকের। ভর্তিবাণিজ্য নতুন কোন বিষয় নয়। সরকারি নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে প্রায় প্রতি বছরই কোন নিয়মনীতিই মানছে না বিদ্যালয়গুলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আংশিক এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে মাসিক বেতন, সেশন ও উন্নয়ন ফিসহ সর্বোচ্চ আট হাজার, ইংরেজি মাধ্যমে ১০ হাজার আর এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫ হাজার টাকার বেশি নিলে তা ফেরত দেয়ার নির্দেশ ছিল। অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় সংক্রান্ত অনিয়মকে কেন্দ্র করে গত বছর বেশ কয়েকটি নামিদামি স্কুলের অভিভাবকরা মানববন্ধন, মিছিল এবং বিক্ষোভও করেছেন। বিশেষ করে মণিপুরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং এমপি কামাল মজুমদারের অপসারণের দাবিও উঠেছিল।

অসহায় অভিভাবকদের ক্ষোভ এবং শিক্ষামন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশ কোন কাজেই আসেনি। উন্নয়নের নামে বিনা রসিদে অর্থও আদায় করা হয়েছে। মন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশ, হাঁকডাক কোন কাজে আসেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে সাধারণত দলীয় প্রভাবশালী নেতাকর্মীরা থাকেন। তাদের ক্ষমতার কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অসহায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ প্রভাবশালী নেতাদের কর্তৃত্বের অবসান ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক উদ্যোগই বিফলে যাবে। মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ফেরতের নির্দেশ দেয়ার পরও কেন তা মানা হলো না, তারও নজরদারি করা হয়নি।

অতীতেও দেখা গেছে, কোন মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হলে তা যেমন মন্ত্রণালয় ভুলে যায় এবং যাদের নির্দেশ দেয়া হয় তাদেরই হয় পোয়াবারো। এভাবে চলতে চলতে আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না মানার একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে গেছে।

আমরা চাই, অন্তত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার এ খারাপ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসুক। যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও যেসব স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেসব স্কুলকে চিহ্নিত করে ভর্তির অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হোক। ভবিষ্যতে যেন এসব ঘটনা, বিশেষ করে ভর্তির অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য মনিটরিং এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।